যুগান্তর

25 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ৪ ... ৪

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম : আমরা কোথায় যাচ্ছি?

বিজ্ঞানভিত্তিক প্রগতিশীল ও যুগোপযোগী জ্ঞান বিতরণ করে শিক্ষকরা একটি দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করবেন। ছুরি, কাঁচি, গজ, ব্যান্ডেজ ও ওষুধের সুনিপুণ ব্যবহারের মাধ্যমে মৃত্যুপথযাত্রীকে বাঁচিয়ে তুলবেন চিকিৎসক। বিচারক তার মেধা, শ্রম আর নিষ্ঠা দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত হবেন– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। তাই স্বাভাবিকভাবে এই তিনটি পেশার কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত নিয়োগকর্তারা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যে থাকবেন অধিকতর দায়িত্বশীল, সচেতন, নিষ্ঠাবান ও নিরপেক্ষ। কিন্তু গত দু'দশক থেকে এই পেশার কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত নিয়োগকর্তারা নিজ নিজ দায়িত্বে নিরপেক্ষ থাকতে পারছেন না কিংবা রাজনৈতিক সংশ্লেষণমুক্ত হতে পারছেন না। কিন্তু এর কারণ কি? আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ব্যক্তিগত বিনিময় সর্বোপরি রাজনৈতিক সংশ্লেষণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে কিভাবে কলুষিত করে চলেছে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মাত্র জানেন। একাডেমিক যোগ্যতা কিংবা প্রজ্ঞা এখন আর শিক্ষক নিয়োগের মাপকাঠি নয়। পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া আজ সাদা, লাল, নীল, গোলাপীর গোলক ধাঁধায় আবৃত। গত কয়েক মাস থেকে রাজশাহীসহ অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে পত্রপত্রিকায় ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে এবং হচ্ছে।

এসব পত্রিকার রিপোর্ট থেকে বোঝা যায় শিক্ষক নিয়োগে কি ব্যাপকভাবে আঞ্চলিকতা ও রাজনৈতিক সংশ্লেষণযুক্ত হচ্ছে। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকরা আওয়ামী শিক্ষক, জাতীয়তাবাদী শিক্ষক কিংবা জামায়াতী শিক্ষক হিসেবে পরিচিত হচ্ছেন। শিক্ষক শুধুই শিক্ষক– এই পরিচয় বা অভিধা থেকে দূরে সরে গিয়ে অনেক শিক্ষক দলীয় বিশ্লেষণযুক্ত পরিচয়ে পরিচিত হতে অধিকতর গর্ববোধ করেন। শিক্ষার সঙ্গে ন্যূনতম সম্পৃক্ত ব্যক্তি মাত্রই জানেন শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে একটি মডেল। এ জন্য দেখা যায় শিক্ষার্থীরা অবচেতন মনে শিক্ষকদের কথা বলার ঢং থেকে শুরু

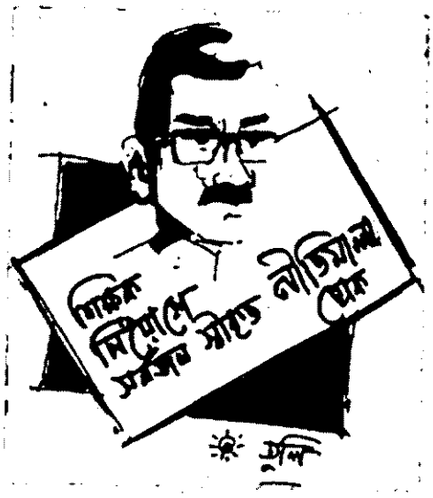

করে যাবতীয় বিষয় অনুকরণ বা অনুসরণ করার চেষ্টা করে। তাই মডেল (শিক্ষক) নিয়োগ যদি ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহলে পরবর্তী প্রজন্ম (শিক্ষার্থী) ত্রুটিমুক্ত হবে কিভাবে। ত্রুটিযুক্ত প্রজন্ম বেড়ে উঠলে ত্রুটিমুক্ত দেশ বিনির্মাণের নেতৃত্ব পাব কোথায়?

তেমনি চিকিৎসকদের যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকে, সর্বশেষ প্রযুক্তির সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার মতো ধীশক্তি, সৃজনীশক্তি না থাকে, সে চিকিৎসকের চিকিৎসায় রোগী আরোগ্য লাভ না করে, তাহলে নিশ্চিত অকালে মৃত্যুবরণ করবে– এটাই স্বাভাবিক।

গত এক দশক থেকে দেখা যাচ্ছে পাবলিক হাসপাতালগুলোতে আঞ্চলিকতা, আত্মীয়তা প্রীতি, ব্যক্তিগত বিনিময় সর্বোপরি দলীয় পরিচয়ে অনেক চিকিৎসক নিয়োগ প্রাপ্ত হচ্ছেন। মাসখানেক আগে দেশের একটি আধুনিক সরকারি হাসপাতালে এডহক ভিত্তিতে ৬৫/৭০ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। পত্রিকার ভাষ্য অনুযায়ী এসব নিয়োগ সম্পূর্ণ দলীয় ভিত্তিতে দেয়া হয়েছে। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, নিয়োগে মেধা যাচাই করা হলে ওই ৬৫/৭০ জনের ৫/৭ জন নিয়োগ পেতেন। বিগত সরকারের আমলেও হাসপাতালে সরকার দলীয় অনেক চিকিৎসক এভাবে নিয়োগ পেয়েছেন। এভাবে কম মেধাবী ও যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকরা যদি দেশের সর্ব বৃহৎ সরকারি হাসপাতালে নিয়োগ প্রাপ্ত হন, তাহলে ওই হাসপাতালের চিকিৎসার ওপর জনগণের আস্থা থাকবে কি?

আত্মীয়তা, আঞ্চলিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও রাজনৈতিক সংশ্লেষণে প্রভাবিত হয়ে শিক্ষায়তনগুলোতে শিক্ষক, হাসপাতালসমূহে চিকিৎসক নিয়োগের সুদূরপ্রসারী পরিণাম খুবই ভয়াবহ। এ ধরনের কর্মপ্রবাহের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে ক্রমান্বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক অন্ধকার গহ্বরে। এই দুঃসহ, অসহনীয় পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সর্বোপরি আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য সমাজ বা রাষ্ট্র বিনির্মাণের প্রত্যয়ে সোচ্চার হওয়ার সময় এখনই।

সোহেল উদ্দিন আহমেদ
সহকারী পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট